প্রকাশনার ৬৬ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র



## মতামত » মুক্ত আলোচনা

# সামাজিক নিরাপত্তা ও মায়েদের ক্ষমতায়নে প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি-উপবৃত্তি

রবীন্দ্রনাথ রায়

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ২১ জুন ২০১৮

শিক্ষাবান্ধব বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, মিড ডে মিল চালুকরণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া সংযোজন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ, শিক্ষক শূন্যতা পূরণে প্যানেল ও পুল শিক্ষকদের নিয়োগ, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ এবং শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানও সেই কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সব শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। পূর্বে প্রথম সারির কিছুসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। ফলে অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে বঞ্চিত হতো। সমাপনী পরীক্ষায় প্রাপ্তনম্বর বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে কোটাভিত্তিক উপজেলা, থানা ওয়ারি, ট্যালেন্টপুল বৃত্তি ও পৌরসভা ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, থানা ওয়ারি সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

Share 0 Tweet G+ Share

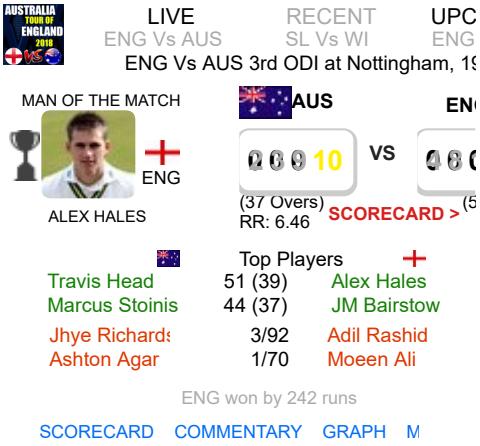


**বেদনার বৈকুণ্ঠে ব্যর্থ বিহার**
মিজানুর রহমান

চারপাশ জুড়ে তথ্য আর সত্য! অবিরাম চলা তথ্যের তৎপরতা- সত্যের সেবন।দিন

**শিশুশ্রম রোধে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে**
প্রীতি রাহা

গত ১২ জুন ছিল।বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে পূর্বে ৫৫ হাজার শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়া হতো। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৫০০ করা হয়েছে।এবছর মেধা কোটায় (ট্যালেন্টপুল) বৃত্তি পেয়েছে ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী, যা পূর্বে ছিল ২২ হাজার।সাধারণ কোটায় পেয়েছে ৪৯ হাজার ৫০০ জন পূর্বে পেতো ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী। যারা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি পাবে তারা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এই বৃত্তি পাবে।প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উপজেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে সমানসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রীকে এ বৃত্তি বণ্টন করা হচ্ছে।বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃত্তির অর্থের পরিমাণও ২০১৫ সাল থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।আগে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাসে ২০০ টাকা করে দেয়া হলেও ২০১৫ থেকে ৩০০ টাকা এবং সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাসে ১৫০ টাকার পরিবর্তে ২২৫ টাকা করে দেয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার সর্বদা সচেষ্ট।প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প শিশুদের ভর্তিহার ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ, ঝরেপড়ার প্রবণতা রোধকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ, শিশুশ্রম রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।গত বছরের জুন পর্যন্ত সারা দেশে সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকা ছাড়া ৪৮৬টি উপজেলায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদরাসা এবং শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকের সব শিক্ষার্থী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৭ সালের জুলাই থেকে সিটি করপোরেশন পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদরাসায় উপবৃত্তি প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি এবং ১৯৯৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করা হয়।সরকার দেশব্যাপী কর্মসূচি দু'টিকে একীভূত করে ২০০২ সালে চালু করে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প'।প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের সুফল বিবেচনায় ২০০৮ সাল থেকে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এ

সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকে ৭৮, ৭০, ১২৯ জন ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর আওতাভুক্ত ছিল। জুন ২০১৫ সালে ৩য় পর্যায়ে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৪০ লাখ।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রতি মাসে ৫০ টাকা, ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী প্রতি মাসে ১০০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প একটি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প। উপবৃত্তির সুবিধা পাওয়ার কারণে ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরেপড়ার প্রবণতা কমেছে, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার হার বেড়েছে, সরাসরি মায়েদের হাতে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করার কারণে মায়েদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রকল্প শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতে এবং বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশে সত্যিই ডিজিটাল বিপ্লব শুরু হয়েছে।প্রায় ১ কোটি মা ঘরে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছেন।ইতিপূর্বে সনাতন পদ্ধতিতে তারা টাকা পেতেন ঠিকই, কিন্তু সে আনন্দ খানিকটা ম্লান হয়ে যেত বহুদূরে গিয়ে টাকা সংগ্রহের বিড়ম্বনায়। ডিজিটাল বাংলাদেশে আজ মায়েদের কোনো কষ্ট নেই, সময় নষ্ট নেই।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান নিশ্চিত করতে মোবাইল একাউন্ট খোলা এবং চাহিদা সংগ্রহ করে ডাটাবেজ নির্মাণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে মায়েরা দূর-দূরান্ত থেকে বিতরণ কেন্দ্রে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে উপবৃত্তির অর্থ গ্রহণ করতেন।মোবাইলে উপবৃত্তি প্রদান করার ফলে তাদের শ্রম ও সময় অপচয় কমে গেছে। মোবাইল অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া টাকা তারা যে কোনো সময় শিউরক্যাশ এজেন্টের কাছ থেকে তুলতে পারবেন। গত ২৮/০২/২০১৮ রূপালী ব্যাংকের শিওর ক্যাশ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি কার্যকর উদ্যোগ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ স¦ল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে যাওয়ার অভিযাত্রা শুরু করেছে, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যকে একধাপ এগিয়ে নিল।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে উপনীত করার। আজকের কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই সেই উন্নত

দেশ গড়বে, নেতৃত্ব দেবে। তাই সরকার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার এখন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রবন্ধ)

স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

প্রকাশনার ৬ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

সম্পাদক - আলতামাশ কবির ।ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - খন্দকার মুনীরুজ্জামান । ব্যবস্থাপনা সম্পাদক - কাশেম হুমায়ুন । সম্পাদক কর্তৃক দি সংবাদ লিমিটেড -এর পক্ষে ৮৭, বিজয়নগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।
কার্যালয় : ৩৬, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৬৭৫৫৭, ৯৫৫৭৩৯১।
কমার্শিয়াল ম্যানেজার : ৯৫৭৪৭২২
ফ্যাক্স : ৯৫৫৮৯০০ ।ই-মেইল : sangbaddesk@gmail.com

Design & Developed By : Sangbad IT.